কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 07 FEB 2018 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

বাংলার বড় দৈন্যদশা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে

শরীফুল আলম সুমন

দেশে ৯৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থাকলেও বাংলা বিভাগ রয়েছে হাতে গোনা দুই-তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাকিগুলোতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দূরের কথা, বাংলায় ইতিহাস পড়ারও সুযোগ ছিল না। বছর কয়েক আগে 'বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস' নামের একটি বিষয় যোগ করা হয়। এখনো উদ্যোগ নেই বাংলা ভাষা শেখার সুযোগ সৃষ্টির। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় এমন তথ্য। বিশেষজ্ঞরা এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলছেন, চীন-জাপানের মতো দেশ নিজেদের ভাষার সহায়তায় বহুদূর চলে গেছে, আর

▶▶ পৃষ্ঠা ৯ ক. ৪

বাংলার বড় দৈন্যদশা বেসরকারি —

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

আমরা উল্টো মাতৃভাষাবিমুখ হচ্ছি। 'দু-তিনটি ছাড়া অন্যদের বাংলা বিভাগ নেই। কিছু বিশ্ববিদ্যালয় নিজ উদ্যোগে বাংলা পড়ায়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বলছে, এত টাকা দিয়ে শিক্ষার্থীরা বাংলা পড়তে চায় না। তাই বাংলা বিভাগ খোলা হয় না।' বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাংলা বিভাগের ব্যাপারে বলছিলেন কালের কণ্ঠকে। তিনি আরো বলেন, 'পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ, বাংলার ইতিহাস সবই আছে। কিন্তু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এত দিন তা ছিল না। আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পাণ্ডুলিপি রচনাও শয় পর্যায়ে রয়েছে। তবে ইতিমধ্যে নিজ উদ্যোগে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ই এ বিষয়টি চালু করেছে।' বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাংলা বিভাগ বাধ্যতামূলক করা প্রসঙ্গে ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, 'এটা তাদের ব্যাপার।'

শুধু বিশ্ববিদ্যালয় নয়, স্কুল-কলেজ সব জায়গায়ই বাংলায় আগ্রহ কমছে শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের। তারা এখন ছুটছে ইংলিশ মিডিয়াম বা ভার্সনের দিকে। স্কুলে স্কুলে খোলা হচ্ছে ইংলিশ ভার্সন। এরই মধ্যে দেশের বড় অনেক স্কুলে খোলা হয়েছে ইংলিশ ভার্সন।

জানা যায়, খরচ তুলনামূলক বেশি বলে আগে উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানরাই ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ত। যখন জাতীয় শিক্ষাক্রমের অধীনেই ২০০২ সাল থেকে ইংলিশ ভার্সন শুরু হয় তখনো সেখানে পড়ত উচ্চবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানরা। কিন্তু গত সাত-আট বছর ধরে পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। এখন মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানরাও পড়ছে ইংলিশ মিডিয়াম ও ইংরেজি ভার্সনে।

জানা যায়, রাজধানীর পাশাপাশি মফস্বলের স্কুলেও খোলা হচ্ছে ইংলিশ ভার্সন। এমনকি শুধু ইংরেজি ভার্সন নিয়েই আলাদা স্কুলও খোলা হচ্ছে। আর এসব স্কুলে শিক্ষার্থীদের ভিড় বাড়ছে। রাজধানীর ভিকারুননিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মনিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজসহ সব নামিদামি স্কুলেই খোলা হয়েছে ইংরেজি ভার্সন। রাজধানীতে শুধু মিরপুর এলাকায়ই চেতনা মডেল একাডেমি, মিরপুর ইংলিশ ভার্সন স্কুল নামে ইংরেজি ভার্সনের স্কুল খোলা হয়েছে। আর বাংলা ভার্সনের চেয়ে এসব স্কুলের ইংরেজি ভার্সনেই শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বেশি। এমনকি ইংরেজি ভার্সনের স্কুলে দুই-তিন গুণ বেশি বেতন হলেও তাতে পিছপা হচ্ছেন না অভিভাবকরা।

অভিভাবকরা জানান, আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি। চাকরির বাজারে ঢোকার জন্যও ইংরেজি প্রয়োজন। এ ছাড়া বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্যও ইংরেজি জানা দরকার। কিন্তু বাংলা মাধ্যমের শিক্ষার্থীরা ইংরেজিতে তেমন দক্ষ হয় না। এমনকি অনেক শিক্ষার্থী স্নাতকোত্তর শেষ করার পরও ইংরেজি বলতে, লিখতে পারে না। এমনকি ইংরেজিতে একটা আবেদন পর্যন্ত করতে পারে না।

অভিযোগ রয়েছে, যেসব শিক্ষার্থী ইংলিশ মিডিয়াম বা ইংরেজি ভার্সনে পড়ালেখা করে তারা দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সম্পর্কে খুব একটা জানে না। আর স্কুলেও তাদের এসব ব্যাপারে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ফলে ইংরেজিতে পড়ে অধিকাংশ শিক্ষার্থীই নিজের দেশ সম্পর্কে জানতে পারছে না।

ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলের অভিভাবকদের একটি সংগঠনের সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট আমিনা রত্না কালের কণ্ঠকে বলেন, 'অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানদের নিশ্চিন্ত জীবন চান। এখন চাকরির বাজারে ইংরেজির চাহিদা। শিক্ষার্থীরা সারা জীবন বাংলায় পড়ে যদি ইংরেজি না শিখতে পারে তাহলে তাদের চাকরিই হবে না। তাই এখন অভিভাবকরা ইংরেজি ভার্সন বা ইংলিশ মিডিয়ামের দিকে ঝুঁকছেন।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর দে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা রাষ্ট্রভাষা বাংলা করেছি, কিন্তু রাষ্ট্রের ভাষা এখনো বাংলা হয়নি। চাকরি-বাকরি, পদোন্নতির ক্ষেত্রে ইংরেজি লাগছে। বাংলা পড়ে চাকরি নেই। অথচ চীন-জাপানের মতো দেশ তাদের নিজ ভাষায়ই উন্নতি করছে। এখন রাষ্ট্র যদি না চায় তাহলে কোনো অভিভাবক তাঁর সন্তানকে রাষ্ট্রভাষা শিখিয়ে জীবন ধ্বংস করবে না।'

এই শিক্ষাবিদ আরো বলেন, 'এখন আমাদের শিক্ষার্থীরা স্কুল থেকে কলেজ পর্যায় পর্যন্ত ১২ বছর পড়ালেখা করেও ইংরেজি বলতে বা লিখতে পারে না। এই শিক্ষার্থীই যখন বিদেশে যাচ্ছে মাত্র ১০ মাসেই সেই দেশের ভাষা রপ্ত করছে। এমনকি ইংরেজিও। আসলে এটা আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির সমস্যা। এটা সংস্কার করা প্রয়োজন।'